প্রথম আলো

তারিখ 15 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বিসিএস উত্তীর্ণ শিক্ষক

সব স্তরেই মেধাবীদের নিয়োগ দিন

সম্প্রতি ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে প্রথমবারের মতো ২৮৯ জনকে বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়ার খবরটি উৎসাহব্যাঞ্জক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) ৪৫০ জনকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ৩৩৬ জন অংশ নিলেও অন্যরা অনুপস্থিত থাকেন। এর কারণ হতে পারে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসব চাকরিপ্রার্থী শিক্ষকতা পেশাকে যথেষ্ট মর্যাদাবান মনে করেননি।

তবে এর জন্য এককভাবে চাকরিপ্রার্থীদের দায়ী করা যায় না। শিক্ষকেরা জাতির নির্মাতা—সরকারের নীতিনির্ধারকেরা কথাটি মুখে ফলাও করে প্রচার করলেও তাঁদের কাজকর্মে এর প্রতিফলন তেমন দেখা যায় না। ২০১০ সালে সাড়ম্বরে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতেই আটকে আছে। শিক্ষার কাঠামোগত কোনো পরিবর্তনই লক্ষ করা যায়নি।

সরকারি বেতনকাঠামো নিয়েও কেবল বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সর্বস্তরের শিক্ষকদেরই অসন্তোষ আছে। তবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদা দেওয়ায় তাঁদের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই নিয়োগ পেতে হচ্ছে। এটি এক ধাপ অগ্রগতি। একই পদ্ধতিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৫০টি প্রধান শিক্ষক পদেও নিয়োগ পাওয়ার কথা, যদিও আইনি জটিলতার দোহাই দিয়ে সেটি আটকে রাখা হয়েছে।

আমরা মনে করি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষক পেতে হলে সব পর্যায়ে বিসিএসের মাধ্যমেই নিয়োগ করা জরুরি। আগে শুধু সরকারি কলেজের শিক্ষকেরাই বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পেতেন। একই সঙ্গে তাঁদের উপযুক্ত বেতন-ভাতাও দিতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষক—উভয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। ভারতসহ অনেক দেশেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন নীতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশেও সেটি চালু করা যায় কি না, সরকার ভেবে দেখতে পারে।

শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক। শিক্ষার ভিত শক্ত করতে হলে দুই স্তরেই মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের বাকি শূন্য পদেও মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়া হোক।